যুগান্তর

তারিখ 13 MAY 2010
পৃষ্ঠা 20 কলাম ৪

পাবলিক ভার্সিটিতে আর্থিক অনিয়ম
সতর্কপত্র পাঠাচ্ছে ইউজিসি

মুশতাক আহমদ

আসন্ন শিক্ষাবর্ষের বাজেট প্রণয়নকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সতর্কপত্র পাঠাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আগামী অর্থবছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয়ের নির্দেশনা সংবলিত ওই পত্রে নিজস্ব আয় গোপন না করা, ভর্তি পরীক্ষার আয়ের টাকা বাজেটে দেখানো, অনুমোদনের বাইরে সব ধরনের নিয়োগ দেয়া থেকে বিরত থাকাসহ সরকারের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি জানানো হবে। এতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও কঠোর দিক হচ্ছে, অননুমোদিত নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ বাজেটে ঘাটতির রাস্তা বন্ধ করার নির্দেশনা। একই সঙ্গে অনিয়মের কারণে বাজেটে ঘাটতি হলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে বহনের হুঁশিয়ারিও দেয়া হচ্ছে। ইউজিসি এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বছরই বাজেটের আগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইউজিসি বিভিন্ন নির্দেশনা সংবলিত এ ধরনের সতর্ক বার্তা পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই তোয়াক্কা না করার রেকর্ড রয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে।

> অননুমোদিত নিয়োগ
> পদোন্নতি বন্ধে কঠোর
> নির্দেশনা

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জানান, 'আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাইপলাইনে চলবে। নিয়মের বাইরে তারা চলুক— তাও চাই না। অনুমোদনের বাইরে যেমন নিয়োগ দেবে না, তেমনি ভর্তি ফরম বিক্রির আয় নিয়েও থাকবে স্বচ্ছতা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারে সুস্পষ্টতা থাকে না। এজন্যই নির্দেশনা দেয়ার প্রশ্ন আসে।' প্রসঙ্গত, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সীমাহীন নৈরাজ্য চলার অভিযোগ পুরনো। পূর্বানুমতি ছাড়া নতুন বিভাগ খোলা, বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগদান, এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়, টেন্ডার ছাড়া কেনাকাটা, বিভাগ ও ইনস্টিটিউট পর্যায়ে অর্থ আদায় কিন্তু তাতে কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের কোন তদারকি না থাকা, ভর্তি ফরম বাবদ লক্ষ কোটি কোটি টাকার বিরাট অংশ লুটপাট, রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ, সরকারি নিয়মের বাইরে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধাদান, নামে-বেনামে অর্থ ব্যয় দেখানোসহ নানাভাবে এই বিশৃংখলা চালানো হচ্ছে। এ কারণে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। আর ইউজিসি ইউজিসি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

ইউজিসি : ভার্সিটির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মনে করছে, সরকারি আর্থিক নীতিমালা এবং বিধিনিষেধ না মেনে অবাধে আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘাটতি বাজেট করছে। এ অবস্থায় আগামী মাসের বাজেট প্রণয়নকে সামনে রেখে ইউজিসি ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে সতর্কপত্র পাঠাচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যে পত্র পাঠানো শুরু হবে।

এক হিসাবে দেখা গেছে, ২০০৮ সালের জুনের মধ্যেই কেবল নানা অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে অপসারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে একই অভিযোগে সরিয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে আরও পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন কাজ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ যে কোটি কোটি টাকা আয় হয়, তা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য গত কয়েক দিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারের ভর্তি ফরম বিক্রির আয় থেকে পাঁচটি ইউনিট মাত্র ২০ ভাগ জমা দিয়েছে। অথচ ভর্তি ফরমের আয়ের ৪০ ভাগ জমা দেয়ার নিয়ম করেছে ইউজিসি। এভাবে সব ইউনিট মিলে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ধকোটি টাকা লোপাট করল। এ ব্যাপারে অবশ্য সংশ্লিষ্টরা বলেন, ব্যয় বাড়ার কারণে ইউনিটগুলো ২০ ভাগ কম জমা দিয়েছে। ইউজিসির বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায়, মূলত বিগত সরকারের আমলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনের উদাসীনতা, অবহেলা, একগুঁয়েমি, এলাকাপ্রীতি, দলীয়করণ, নিয়োগ বাণিজ্যের ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি হয় অস্বচ্ছতা। ইউজিসি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন্ন ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নকে সামনে রেখে আবার যে সতর্কপত্র জারি করা হচ্ছে তাতে কঠোর ভাষায় বলা হবে, অননুমোদিত নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য কারণে ঘাটতি হলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে। আর নিজস্ব আয় গোপন করা যাবে না। নির্দেশনায় আরও থাকছে, বাজেট বরাদ্দের বাইরে সব ধরনের নিয়োগ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে। বাজেট বরাদ্দের বাইরে কোন নিয়োগ বা বিধিবহির্ভূত কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়নি। আগামী অর্থবছরে মূল বাজেটে বরাদ্দের বাইরে কোন নিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে শূন্যাবস্থিত পদ পূরণ করা যাবে। আর বিশেষ প্রয়োজনে নিয়োগ দিতে হলে ইউজিসির পূর্বানুমতি নিতে হবে। বাড়তি নিয়োগ বা পদোন্নতির ফলে ঘাটতির সৃষ্টি হলে তার দায়-দায়িত্ব ইউজিসি নেবে না। এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় অর্থাৎ বেতন, পেনশন ও অন্যান্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ খাত পরিবর্তন করে ব্যয় বন্ধ করতে হবে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও পরিবহনের সেবামূলক সার্ভিসের জন্য সুবিধাভোগী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করে সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করতে হবে। এসব খাতে কোন প্রকার সাবসিডি/ভর্তুকি দেয়া যাবে না। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, আয়কর, পৌরকর ও অন্যান্য করের বিল বকেয়া রাখা যাবে না। পত্রে নতুন বিভাগ অনুমতি ছাড়া না খোলার ব্যাপারে কঠোরভাবে বলা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলোকে নিজস্ব জনবলের অন্তর্ভুক্ত না করে এসব প্রতিষ্ঠানকে স্বার্থে পরিচালিত করার নির্দেশনা দেয়া হবে এতে। ইউজিসির পত্রে উন্নয়ন বাজেটে লোক নিয়োগের ব্যাপারে থাকছে সতর্কতা। এতে বলা হচ্ছে, লোক যত কম নিয়োগ দেয়া যায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। আর এসব জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য কমপক্ষে ৬ মাস আগে প্রস্তাব পাঠাতে হবে ইউজিসিতে। সরকারি অর্থ ব্যয়ে যথাসম্ভব কৃচ্ছ্র অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ে সরকারের প্রচলিত আর্থিক নিয়ম ও বিধিবিধান পালন করার নির্দেশনা থাকছে এতে।